

ঘাটালের সিংহভাগই এখনও বিদ্যুৎবিহীন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটাল, দাসপুরের সিংহভাগ অংশ বিদ্যুৎবিহীন। ফলে পানপ চালিয়ে পানীয় জল যেমন তোলা যাচ্ছে না, তেমনই মোবাইল চার্জ দেওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে বিদ্যুৎ কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করলেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে জল। বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ঘাটাল ডিভিশনাল ম্যানেজার গোলক মণ্ডল বলেন, ঘাটাল-দাসপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও বিদ্যুৎবিহীন, বেশ কিছু ট্রান্সফর্মার এখনও জলের মধ্যে, আমরা চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। এবারের ভয়াবহ বন্যায় ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ

অংশ জনের তলায় চলে যায়। কৃষিজমি, বাড়ি, বাজার সর্বত্র জনের তলায় চলে যায়। মহকুমার ৮টি বিদ্যুৎসাবস্টেশনেও জল ঢুকে যায়। প্রায় দেড় শতাধিক ট্রান্সফর্মারে জল ঢুকে, জনের গোড়ে ঘাটাল, দাসপুর, কীরপাই, চক্রকোনা, সোনাখালি এলাকায় প্রচুর বিদ্যুতের স্লিট হলে পড়ে কিংবা ভেঙে পড়ে। খিঁড়ে যায় তারও। এই অবস্থায় বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে ঘাটাল মহকুমার প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা। এতে যার পরনাই অসুবিধায় পড়েন দুর্গত মানুষেরা। বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বা তার জনের সম্পর্কে এসে যাতে বিপদ না ঘটে সেজন্য বিদ্যুৎ সংযোগ

নিয়ন্ত্রণ করে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে। ফলে ভোগান্তি বাড়তে আরও। চক্রকোনা, কীরপাই, ঘাটালের একাংশে জল নামতে থাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা তৎপরতার সাথে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও মহকুমার প্রায় অর্ধেক অংশ এখনও বিদ্যুৎবিহীন। দাসপুরের উইয়াড়া সাবস্টেশন এখনও জলমগ্ন। ফলে দাসপুর একরকম বিদ্যুৎবিহীন। ঘাটাল রুকের বহু এলাকাতেও বিদ্যুৎ নেই সত্ত্বেও দুয়েক হতে চলল। আর বাকি অংশে কোথাও দিনে থাকছে তো রাতে থাকছে না, কোথাও বারবার লোডশেডিং, কোথাও লো ভোল্টেজ।



শহিদ দিবসে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঙালি জেলা চান্দার ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশনের তরফে শহীদ ফুদিরাম কপুর প্রদান দিবসে তাঁর প্রতিভূতিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি মন করা হয়। নিজস্ব চিত্র

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি : স্বামী সাথে বিবাদের জেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি থানার ককীবাড়ি গ্রামে। ঘটনার তদন্তকারী হেঁড়িয়া থানার পুলিশ

আধিকারিক মনয় অধিকারী জানিয়েছেন, চক্রবর্তী সন্ন্যাসী স্ত্রীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে সুরত ভূঞা (২৪)। এগারোই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এই যুবক। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গভীর রাত্তে বাড়ি না পেয়ার স্বামীর

নিয়ে বাড়ির লোকেরা সুরতকে খোঁজখুঁজি করেও পাননি। শনিবার ভোরে বাড়ির থেকে সামান্য দূরে এই যুবকের মৃতদেহ খুঁজে দেয়া যায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কীথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পণের দাবিতে গৃহবধুকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা : অতিরিক্ত পণের দাবিতে এক গৃহবধুকে গলায় ফাঁস দিয়ে মন করার অভিযোগে শান্তি সোহালি প্রামাণিককে ফেফতার করলেন পুলিশ। এগরার লালুরা গ্রামে কিঙ্গাদিন আগে সনিভা প্রামাণিক নামে এক গৃহবধুকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মুরের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরায়ে আশেই স্বামী জয়দেব প্রামাণিককে ফেফতার করেছিল পুলিশ। বৃত শান্তি সোহালি শনিবার কীথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তার জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন।

আধিকারিক গিরিশ চন্দ্র বেরা বলেন, আমরা প্রতিটি রুক হাসপাতালে সাপে কাটা ও শুষ্ক চিকিৎসা দিয়েছি। অন্যান্য ওষুধও রাখা হয়েছে। তবে এতে অম্বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট : বড় শ্যালকের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ফুল কিনতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না জামাই কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তীর। মেসেজার কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটা গ্যাসের ট্যাঙ্কার এই চিকিৎসককে রাস্তায় পিষে দিয়ে গেল। তমলুক থেকে মেটরবাইকে চড়ে কোলাঘাটের দেউলিয়া বাজারে যাচ্ছিলেন চিকিৎসক কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তী। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে চিকিৎসকের মেটরবাইকে থাকা বাঁকি আরো দুই যুবক। এদের পরিচয় জানা যায়নি। তমলুকের পলন্দা

সাপের কামড়ে ৩৯ জন চিকিৎসাধীন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল : বন্যায় ঘাটাল মহকুমায় ৩৯ জন সাপে কাটা রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ১২ জন ও দাসপুরের প্রাথমিক হাসপাতালে ১০ জন ভর্তি আছেন। বন্যার সময় ঘাটাল,

চক্রকোনা, দাসপুর এলাকায় বিকর সাপের ব্যাপক উপভব বেড়েছে। ইতিমধ্যে সর্পাঘাতে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে সাপে কাটার ওষুধ রাখা হচ্ছে। জেলা মুখা স্বাস্থ্য

আধিকারিক গিরিশ চন্দ্র বেরা বলেন, আমরা প্রতিটি রুক হাসপাতালে সাপে কাটা ও শুষ্ক চিকিৎসা দিয়েছি। অন্যান্য ওষুধও রাখা হয়েছে। তবে এতে অম্বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

সুপার স্পেশালিটি, নেই অটক্সিস সার্জেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা : এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মনো তদন্তের জন্য হেও রেফার করা হচ্ছে অন্যত্র। চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন মৃতের পরিজনদের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মনো তদন্তের বিশেষজ্ঞ অটক্সিস সার্জেন নেই। একমাত্র কীথি মহকুমা হাসপাতালের ফরেনসিক জেলা হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উপ চর্চা ব্রুকের মানুষ নির্ভরশীল। ফলে এই

হাসপাতালে মনো তদন্তের জন্য আসা দেহের সংখ্যা অন্য হাসপাতালের তুলনায় বেশি। অথচ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অটক্সিস সার্জেন না থাকায় ভোগান্তির শিকার হন মৃতের পরিজনদের। মনো তদন্তের জন্য হেও কীথি মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগে এগরার অটক্সিসের ঝাল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। প্রথমে মনো তদন্তের জন্য হেও পাঠানো হয়েছিল এগরা হাসপাতালে। কিন্তু মনো তদন্তের সময় হেও দেখে চিকিৎসক জানিয়ে সেন, তাঁর পক্ষে ওই মনো

তদন্ত সম্ভব নয়। এর পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ফের গাড়ি ভাড়া করে হেথিকৈ নিয়ে যান কীথি মহকুমা হাসপাতালের মর্গে। এগরার বাসিন্দা বিজয় প্রসন্ন বলেন, কী চর্চা করে হাসপাতাল। কিন্তু অটক্সিসের বেশি বিভাগ এখনও চালু হয়নি। সাধারণ মানুষেরা কোথায় যান। আর যার পরে অর্ধিক ক্ষমতা নেই তাঁরা কিভাবে গাড়ি ভাড়া করে হেও নিয়ে মর্গে যুবকেন। এগরা মহকুমা হাসপাতালের সুপার গোপাল অটক্সিসের বেশি বিভাগ এখনও চালু হয়নি। সাধারণ মানুষেরা কোথায় যান। আর যার পরে অর্ধিক ক্ষমতা নেই তাঁরা কিভাবে গাড়ি ভাড়া করে হেও নিয়ে মর্গে যুবকেন। এগরা মহকুমা হাসপাতালের সুপার গোপাল অটক্সিসের বেশি বিভাগ এখনও চালু হয়নি। আমরা উর্ধ্বতন মহলে সমস্যার কথা জানিয়েছি।

ফুল আনতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত জামাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট : বড় শ্যালকের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ফুল কিনতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না জামাই কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তীর। মেসেজার কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটা গ্যাসের ট্যাঙ্কার এই চিকিৎসককে রাস্তায় পিষে দিয়ে গেল। তমলুক থেকে মেটরবাইকে চড়ে কোলাঘাটের দেউলিয়া বাজারে যাচ্ছিলেন চিকিৎসক কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তী। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে চিকিৎসকের মেটরবাইকে থাকা বাঁকি আরো দুই যুবক। এদের পরিচয় জানা যায়নি। তমলুকের পলন্দা

থ্যামের বাসিন্দা চিকিৎসক কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তী। জানা গেছে, মেসেজার কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটা গ্যাস ট্যাঙ্কার চিকিৎসকের মেটরবাইকে ধাক্কা মারে। এর ফলে রাস্তায় ছিটকে পড়েন কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তী। ট্যাঙ্কার তাঁর উপর দিয়ে চলে যায়। দুর্ঘটনার পর প্রচণ্ড গতিতে পলাতক ট্যাঙ্কারকে শিঁছু ধাওয়া করে ধরে ফেলেন পুলিশ। তবে চালক ও খালি পলাতক। স্থানীয়রা মেটরবাইকে ধাক্কা বাঁকি দুই আরোহীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মনো তদন্তের জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ছিঁড়ায় ঘটনটি ঘটে দশকুমার থানার চিকিৎসকের মেটরবাইকে ধাক্কা মারে। এর ফলে রাস্তায় ছিটকে পড়েন কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তী। ট্যাঙ্কার তাঁর উপর দিয়ে চলে যায়। দুর্ঘটনার পর প্রচণ্ড গতিতে পলাতক ট্যাঙ্কারকে শিঁছু ধাওয়া করে ধরে ফেলেন পুলিশ। তবে চালক ও খালি পলাতক। স্থানীয়রা মেটরবাইকে ধাক্কা বাঁকি দুই আরোহীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন।

মহকুমা ক্রীড়া সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কন্যাপ কুমার দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। এগরা পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কন্যার বাসিন্দা ছিলেন কন্যাপ কুমার। গত রবিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কন্যাকতার কোঠার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।



শনিবার সোমনেই মৃত্যু হয় তাঁর। কন্যাপ কুমারের প্রাণে শোকাঙ্ক পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কন্যাপ কুমার দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। এগরা পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কন্যার বাসিন্দা ছিলেন কন্যাপ কুমার। গত রবিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কন্যাকতার কোঠার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

অস্বাভাবিকভাবে নিখোঁজ ১৮ বছরের মেয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়পাড়া : ঝাড়পাড়া শহরের ১২ নং ওয়ার্ডের অস্বাভাবিকভাবে নিখোঁজ হওয়ায় তরফ থেকে এখানে কেন্দ্র তদন্ত শুরু হয়েছে। দুই দিন ধরে নিখোঁজ মেয়ে খোঁজা হচ্ছে না ও বাবা, এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে শোকে ছায়া মা আশা বিবি জানান, গত বৃহস্পতিবার

অভিযোগ দিয়ে করেন মা আশা বিবি। পরিবারের অভিযোগ ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও আমরা কোন খবর পেয়ে পোলাই না প্রশাসনের তরফ থেকে এখানে কেন্দ্র তদন্ত শুরু হয়েছে। দুই দিন ধরে নিখোঁজ মেয়ে খোঁজা হচ্ছে না ও বাবা, এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে শোকে ছায়া মা আশা বিবি জানান, গত বৃহস্পতিবার

বাবুগড়িতে কাজে গিয়েছিলেন নিশা তারপর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় মেয়ে। এছাড়াও মা বলেন, পিগত কিছু দিন ধরে একটি মহিলা তাঁকে কিছু বুঝিয়ে প্রার্থনাও করছেন। বিভিন্ন সময় তাঁর সাথে বাঁকি ওপাও করত নিশা। আশা বিবি মনে করেন, তাঁর মেয়েকে অপহরণ করে পালার করা হয়েছে।

পিতন-কঁসার শিল্পীরা সংকটের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটাল মহকুমার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রামজীনপুরের কামরুজ্জামান। এই এলাকা কঁসা ও পিতল শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ওপু কেলোইই নর, এখানকার শিল্পের খ্যাতি রয়েছে বহির্দেশে। এলাকার শতাধী গ্রাটান এই শিল্পের একসময় দারুণ রম্যনা ছিল। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরেই এই শিল্প নানান সমস্যায় জর্জরিত। আর এর ফলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত এলাকার ৮০টি পরিবারের প্রায় তিন শতাধিক সদস্য আজ দারুণ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই এলাকার মানুষেরা নজরকাড়া কঁসা-পেতলের বাদনপত্র তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তাকে কী হবে। এর পেছনে হাড্ডাভাড়া পরিষ্কার করেও তাঁদের মজুরি জোটে কেঁজি প্রতি ৮০ টাকা। বর্তমানে এই অধিমুসোর বাজারে এই টাকা দিয়ে কি হবে? এই প্রশ্নটাই এখানকার প্রতিটি মানুষের। এলাকার বিখ্যাত কারিগর রঘুনানি রানা বলছিলেন, আগে কাচের অর্ডার অনেক আসত, এখন আর সেরকম নেই। আগে পেতল-কঁসার ডিনিসের ব্যবহার ছিল ঘরে ঘরে। এখন এসবের ব্যবহার প্রায় এই-কবেদেই চলে এসে গেছে স্টিলের

সামগ্রীর ব্যবহার। এখন যেটুকু অর্ডার মিলছে তা এই বঁকুড়া, কলকাতা আর বিহারের কিছু মহাজনের কাছ থেকেই। বাপু, এই ছোটখাটো অর্ডার দিয়ে কি সারা মাসে ৫/৬ জনের সংসার চলে? রঘুনানি বলার মতো একই রকম বক্তব্য পালেন রানারও। তিনি বলছেন, এখানে বিয়ের মরতমে কঁসার বাসনের চাহিদা থাকে। বিয়ের মরতমে গুন্ডুলোতে তো একটু-আটটু অর্ডার মেলে। বিয়ের মরতমের পর বাকি মাসগুলোতে প্রায় হাত গুটিয়েই বসে থাকতে হয়। যেটুকু অর্ডার মেলে তা এই মহাজনের কাছ থেকে। হাতে আর কী হবে। এই সামান্য আয়ে কি সংসার চলে? এলাকার কান পাড়লে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই অভিযোগ শোনা যাবে। ওদের অভিযোগগুলো সত্যিই অগ্রাহ্য করা যাবে না। ওদের হাতে আজ আর তেমন কাজই নেই। যেটুকু কাজ আসে তা এই কলকাতা, বঁকুড়া আর বিহারের একাধিক স্থানের মহাজনের কাছ থেকেই। এই মহাজনের কাঁচা মালের যোগানও নেই। এছাড়া ওদের কোন উপায় নেই। কার, কঁচামাল কিনে ব্যবসা করার মধ্যে অর্থ নেই। তার ফলে

মহাজনের উপর নির্ভর করেই ওরা বেঁচে রয়েছেন। আবার শিল্পের এই ধারাপ অবস্থা দেখেও কেউ এই শিল্পকে ছাড়তে পারেন না। কারগাটী এই একটা, বাপু-ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা এই পেশাটাকে তাঁরা হারিয়ে দিতে চান না। অনেকেই বলছেন, আমাদের চাষবাসও নেই, এটা ছেড়ে দিলে সংসার চালাব কী করে? সর্বকালের তেমন কোনও অনুদান ওদের কাছে আসেন না, তবে হ্যাঁ, সরকার কয়েকছত্র আগে শিল্পী হিসাবে বিয়ে স্বীকৃতি দিয়ে ৫০টি কার্ড দিয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে চক্রকোনা ব্রুকের বিভিন্ন এলাকার শিল্পীদের জন্য একটা স্বানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এলাকার শিল্পীরা তাতে রাজি হয়নি। তাঁদের ভয় যদি কোন ব্যক্তি স্বাধীন না করতে পারে তা হলে একটা বাজে সমস্যার সৃষ্টি হবে। আর এই অবস্থার মধ্যে পড়ে এই শিল্পের পরিণতি আরও খারাপ হতে পারে। তাঁরা চান এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে একটু হলেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক সরকার। যাতে এই শিল্পের সাথে যুক্ত কয়েকশো পরিবার যেন সামান্য একটু আয়ের সংস্থান করতে পারে।



কটাই ব্রুকের মাঠে শনিবার লাইফ স্টাইল মেলায় উদ্বোধন করছেন কাঁথির পৌরপ্রধান সৌমেন্দ্র নাথ। নিজস্ব চিত্র